ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

NEWS সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮৭ ● কলকাতা ● ৩০ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

◀◀ প্রেমিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ লুকালেন জাহ্নবী — পৃঃ ৫

জোড়া গোলে ফ্রান্সকে ইউরোর মূল পর্বে তুললেন এমবাপ্পে ▶▶ পৃঃ ৬

পার্থের পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই এর জালে কৌশিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফুল অ্যাকশনে সিবিআই। গতবছর থেকে শিক্ষক দুর্নীতিতে তোলপাড় গোটা রাজ্য। জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, নেতা বিধায়ক থেকে শুরু করে শিক্ষা দফতরের একাধিক আধিকারিক। আদালতে চলছে একাধিক মামলা। গতকালই পার্থ নামের এক জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ।জানা যাচ্ছে কিছুদিন আগেই সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পার্থ সেনকে। তার বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপর সোমবার কলকাতায় সিবিআই অফিসে তলব করা হয়েছিল। আজ তাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা সংস্থা। সিবিআইয়ের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়ার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ওএমআর শিট প্রস্তুত করার দায়িত্বে ছিল এস এন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি ।এরই মধ্যে এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে গ্রেফতার।

গতকাল ওএমআর শিট প্রস্তুতকারক সংস্থা এস এন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির আধিকারিক পার্থ সেনকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। আর মঙ্গলবার নিয়োগ এস বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানির আরও এক কর্তাকে গ্রেফতার করল সিবিআই। মঙ্গলবার দুপুরে কৌশিক মাজি নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে ধৃত পার্থ সেনের সূত্র ধরেই

এরপর ৩ পাতায়

'বস্তি' বলে আর কিছু থাকবে না কলকাতায়: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বস্তি নামে আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । কলকাতা শহরে আর বস্তি বলে কোনও শব্দ রাখতে চাইছেন না তিনি। তৃতীয়ার বিকেলে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধনের সময় নিজেই জানিয়ে দিলেন সেকথা। এদিন বিকেলে শহরের বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ।মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, বস্তি শব্দটির বদলে অন্য কোনও নাম ব্যবহার করার জন্য। বললেন, "প্রয়াস বা এই জাতীয় কিছু নাম দাও। কিংবা উত্তরণ।" তখন ফিরহাদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন, তিনি যাতে একটি নাম ঠিক করে দেন। শেষে মমতা বস্তির বদলে 'উত্তরণ' শব্দটি ব্যবহারের জন্য বলেন। মেয়রের উদ্দেশে বললেন, "বস্তি শব্দটি আর বলবে না।" মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পেয়ে ফিরহাদও জানালেন, পুরনিগমে তিনি এই শব্দটি ঠিক করে নেবেন। মমতার প্রস্তাব, এগুলিকে যেন উত্তরণ-১, উত্তরণ-২, উত্তরণ-৩ এভাবে নামকরণ করা হয় ।সেই তালিকায় ছিল আলিপুরের আমরা সকল পল্লি সমিতিও। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুজোর উদ্বোধনের সময় ফিরহাদ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, "এই বস্তিটা চেতলার মধ্যে অন্যতম বড় লিড দেয় (শাসক শিবিরকে)। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কিছু জানেন না।"

ফিরহাদ হাকিম সেই সময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, মেয়রের বক্তব্য মাঝখানে থামিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানতে চান, ওই এলাকার সকলে ঠিকা-স্বত্ব পেয়েছেন কি না। মেয়র জানান, সকলেই পেয়ে গিয়েছেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঠিকা-স্বত্ব পেয়ে গেলে তো নিজেদের জায়গা। এটাকে বস্তি বলবে না। এটা আমার মাটির কুটির, আমার ভালবাসার জায়গা, মায়ের আঁচল। বস্তি বলে কিছু হয় না। বস্তি কথাটা তুলে দাও।"

পুজোর পর বাড়ি ভাঙা হবেই, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিধাননগরে বেআইনি বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্তে অনড় বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তবে বিচারপতি জানাচ্ছেন, পুজো আগে না, পরেই বাড়ি ভাঙা হবে। জল ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না আপাতত। পাশাপাশি ইডি-কেও এই মামলায় পার্টি করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। এই মামলার বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের তাতপর্যপূর্ণ মন্তব্য, দুর্গাপুজোর আগে কারও মাথা থেকে ছাদ চলে যাক, তা চায় না আদালত।ওই এলাকার কাউন্সিলরকে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, "এত বড় বাড়ি কীভাবে তৈরি হল? তাঁদের দায়িত্ব কে নেবে এবার? এটাও সত্যি ওঁরা যাবেন কোথায়?" বিচারপতির প্রশ্নের মুখে কাউন্সিলরকে কেঁদে ফেলতে দেখা যায়।

তিনি বলেন, "ওঁরা অত্যন্ত গরীব। মাত্র ২০০ স্কোয়ার ফুটে থাকে। পুরসভাকে চিঠি দিয়েছি। অনেক আলোচনাও হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি। অনুরোধ করছি একটু বিবেচনা করুন।"

পুরসভার আইনজীবী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, বেআইনি নির্মাণকে কোনওভাবেই রেগুলারাইজেশন করা যায় না। তখন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আইন কোন সহানুভূতি দেখে না। মেয়র ও কমিশনারকে অনুরোধ করছি কাউন্সিলরকে নিয়ে মিটিংয়ে বসার।"

এরপর ৩ পাতায়

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329
E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

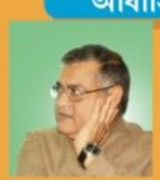

মোস্তাক আহমেদ
(কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক
(Ex. IAS)
Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা
(সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	....	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	....	৩৯৬ (৭৯.২%)
সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০
৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১
৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

দেবী দুর্গাকে সাক্ষী করে দুর্নীতিকে

শেষ করার আহ্বান রাজ্যপালের

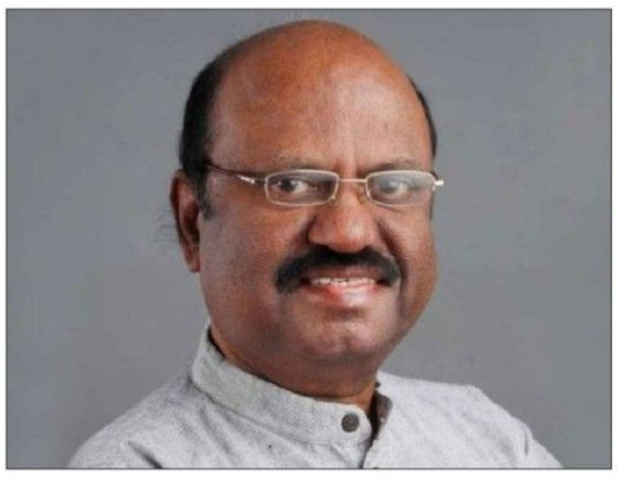

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতিকে শেষ করার ডাক দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। দুর্গাপুজোর সময় তার এই আহ্বান অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। এমনই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। মা দুর্গা যেমনভাবে মহিষাসুর বধ করেছিলেন, তেমনভাবেই দুর্নীতিকে শেষ করতে হবে। এ কথাই শোনা গেল রাজ্যপালের মুখে।এবার দুর্নীতি - হিংসা রুখতে সকলে একযোগে আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, "আসুন, আজ মাকে সাক্ষী রেখে এই শপথগ্রহণ করি। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে।" তিনি আরও বলেন, "যেমন মা দুর্গা মহিষাসুরকে ও মা কালী রক্তবীজকে বধ করেছিলেন, আমরাও ভ্রষ্টাচারকে শেষ করব। যেমন ভগবান কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। আমরাও হিংসাকে শেষ করব।"

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতা এসেছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল তাকে অভিবাদন জানাতে যাননি। এই বিষয়ে রাজ্যপালের তরফ থেকে কোনও বার্তাও পাঠানো হয়নি। শোনা গিয়েছে, সেই সময়ে রাজ্যপাল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন।

অমিত শাহের কাছে না পৌঁছে কুণাল ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাত! তাতক্ষণিকভাবে এর গুরুত্ব অনেকটাই। এমনই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।কারণ সোমবার ঝটিকা সফরে কলকাতা এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনিও বাংলার দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মা দুর্গার কাছে তিনি বাংলার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা করবেন। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধনে এসে একথা বলেছিলেন তিনি। রাজ্যপালের মুখেও কার্যত প্রায় একই কথা শোনা গিয়েছে।রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক কার্যত তলানিতে। রাজ্য সরকারের কোনও পদক্ষেপেই রাজ্যপাল প্রথমেই সবুজ সংকেত দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। একাধিক ফাইল রাজভবনে আটকে রয়েছে। বিলেও সই করছেন না তিনি। একাধিক অভিযোগ রাজভবনের বিরুদ্ধে বাংলার শাসক দল করছে।

দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যপাল সরব রয়েছেন বেশ কয়েক মাস ধরেই। রাজ্যপালের গলায় বাংলার দুর্নীতি নিয়ে কথা শোনা যাচ্ছিল। উৎসব মরসুমেও সেই দুর্নীতিকে সামনে রাখা হল। শুধু তাই নয়, দুর্গাপুজোর সময় দুর্নীতিকে শেষ করতে হবে। একথা সি ভি আনন্দ বোসের মুখে শোনা গেল।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, দুর্গা মাকে সাক্ষী রেখে শপথ নিই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। হিংসার বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম চলবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে রাজ্যপাল সরব হয়েছেন। রাজ্যে লাগামছাড়া রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস হয়েছে। সেই বিষয়ে তিনি নিজে তথ্যতালাশ করেছেন।

মিলাপ এবং মোহন ফাউন্ডেশন ভারতে যৌথ ভাবে

জ্ঞানের ব্যবধান পূরণ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের রূপান্তর করতে সহযোগিতা করেছে

Kolkata, October 7, 2023: নিউজ সারাদিন : মিলাপ হলো ভারতের বৃহত্তম ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম, ৭ই অক্টোবর কলকাতায় নেটওয়ার্ক এবং অ্যালায়েন্স অফ ট্রান্সপ্লান্ট কোঅর্ডিনেটরস (ন্যাটকো) দ্বারা আয়োজিত ট্রান্সপ্লান্ট কোঅর্ডিনেটরদের ১৬তম বার্ষিক সম্মেলনে মোহান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সংকলন উন্মোচনের ঘোষণা করলো। "ডায়ালাইসিস এবং ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য তহবিল, একটি ব্যাপক সংকলন", অঙ্গদানে একটি নেতৃস্থানীয় এনজিও মোহন ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। এটি ন্যাটকো থেকে গবেষণা জন্যে সমর্থন এবং মিলাপ থেকে আর্থিক মদত পায়ে। এই সম্পদ অঙ্গ দান এবং প্রতিস্থাপনের জন্য ভারতে আর্থিক সমর্থন, হাসপাতাল এবং ব্যক্তিগত লোকেদের , ট্রান্সপ্লান্ট সমন্বয়কারী, এনজিও এবং ট্রান্সপ্লান্ট রোগীদের অঙ্গ দান সম্পর্কে তথ্যের জন্য উপকৃত হওয়ার বিষয়ে ব্যাপক তথ্য প্রদান করে,

ভারতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে অঙ্গদানের অপেক্ষাকৃত রোগী সংখ্যা ৩ লাখ। ২০২২ সালে, দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১,৫৮৯টি কিডনি প্রতিস্থাপন, ৭৬১ টি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ২৫০ টি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে। যাহোক, সচেতনতার অভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঘাটতি এবং উচ্চ খরচের মতো চ্যালেঞ্জগুলি এখনও অব্যাহত রয়েছে। ভারতে এখন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রায় ১০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে, যা পরিবারের জন্য একটি বড়ো আর্থিক বোঝা তৈরি করে।

সংকলনের লক্ষ্য হল অ্যাক্সেসযোগ্য সংস্থান এবং আর্থিক মদত সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেশ করা, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত রোগীরা, হাসপাতাল, এনজিওগুলোকে উৎসাহিত এবং সমর্থনের মাধ্যমে জ্ঞানের ব্যবধান কে পূরণ করা। এটি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক প্রকল্পগুলির উপর আলোকপাত করা যা রোগীদের মদত প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে, এই উপলক্ষে মি.ময়ূখ চৌধুরী সিইও এবং কে-ফাউন্ডার মিলাপ, বলেন "অঙ্গ দানকে সবচেয়ে গভীর দয়ার কাজগুলোর মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি শুধুমাত্র একটি জীবন বাঁচায় না বরং এটি একটি লহরী প্রভাব ও রাখে, যা অন্য অনেকের জীবনকে স্পর্শ করে। দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অঙ্গ প্রতিস্থাপন সত্ত্বেও, ব্যাপক ডেটা ব্যাঙ্কের অভাব রয়েছে, যা রোগীদের এমন সম্ভাব্য সুবিধাগুলি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রাখে যে গুলি তারা পেতে পারে। এই সংকলনের মাধ্যমে, আমাদের লক্ষ্য হল সচেতনতার শূন্যতা কেউ পূরণ করা এবং প্রতিস্থাপন রোগীর এই চ্যালেঞ্জিং যাত্রাকে আরও দমনীয় এবং সহজ করে তোলা। আমরা আশা করি যে এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র হাসপাতাল, এনজিও এবং রোগীদের সাহায্য করবে না বরং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অসংখ্য জীবন বাঁচাতেও গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দেবে । আমরা মোহন ফাউন্ডেশনের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই নির্দেশিকা চালু করতে পেরে রোমাঞ্চিত, এই নোবল উদ্দেশ্যে বহু বছর উৎসর্গ করেছে এই সংস্থা। একসাথে, আমরা এই স্থানটিতে একটি অর্থপূর্ণ প্রভাব ফেলতে ইচ্ছুক।

ললিতা রঘুরাম মোহন ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর, বলেন "এই সংকলনটি ট্রান্সপ্লান্ট এর জন্য যাওয়া রোগীদের জন্য সবচেয়ে অমূল্য উপহার। সমগ্র ভারতে এমন কোন রেডি রেকর্ড নেই যেখানে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত রোগীরা তহবিল সংক্রান্ত তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারে। আমরা এটা করতে পেরে আনন্দিত।"

সারা ভারত জুড়ে মিলাপ,শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারির জন্য অর্থায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উচ্চ খরচের সম্মুখীন ব্যক্তি এবং পরিবারের আর্থিক ব্যবধান পূরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কয়েক বছর ধরে, মিলাপ-এর ক্রাউডফান্ডিং উদ্যোগগুলো প্রায় ১৫,০০০ ট্রান্সপ্লান্টকে সমর্থন করার জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে ৬৪% প্রাপ্তবয়স্ক ট্রান্সপ্লান্ট এবং ৪৪% শিশু ট্রান্সপ্ল্যান্ট। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রধানত তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি ইত্যাদি রাজ্যের সুবিধাভোগীদের জন্য লিভার, কিডনি, ফুসফুস এবং হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। মোহন ফাউন্ডেশন এবং ন্যাটকোর সাথে সহযোগিতা আশা এবং সহানুভূতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মিলাপের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে তোলে, শেষ পর্যন্ত তারা জীবন বাঁচায় ক্রাউডফান্ডিং উদ্যোগের মাধ্যমে।

রিভার অফ ডিজাইন মাত্র ৯৯৯ টাকায়

করিয়েন কলেকশন লঞ্চ করলো

river of design

Kolkata,16th October 2023: নিউজ সারাদিন : রিভার অফ ডিজাইন, একটি ডেনিম ব্র্যান্ড যা অত্যাধুনিক স্টাইল এবং ডিজাইন সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতির জন্য জানা যায়, সম্প্রতি তার কোরিয়ান কালেকশন লঞ্চ করলো। একটি নতুন স্টাইল তরঙ্গের নায়ক, রিভার অফ ডিজাইন ভারতীয় সোন্দর্যর এবং কোরিয়ান চটকদারের এই অনন্য সঙ্গম নিয়ে এসেছে। এটি ভারতীয় স্বাদ এবং পছন্দ অনুসারে ফ্যাশন ল্যান্ডস্কেপকে নতুন করে প্রতিধ্বনি করে। কোরিয়ান ফ্যাশন এবং পপ সংস্কৃতি ভারতীয় জেনজেড - কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং উৎসব মৌসুমের ঠিক আগে, এই নতুন সংগ্রহটি অবশ্যই গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

উৎসবের শুরুতে মিঃ গুরপ্রীত সিং রিভার অফ ডিজাইনের ডিরেক্টর বলেন,“ইন্ডিয়ান জেনজেড, আজ তাদের ফ্যাশন পছন্দ সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং তারা সব সময়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে চায়, ভাল পোষাক পরতে চায় এবং নিজেকে স্টাইলিশ দেখতে চায় তাই আমি মনে করি যে রিভার অফ ডিজাইন তাদের ফ্যাশন আকাঙ্ক্ষার সাথে পুরোপুরি ফিট বসবে। আরও ডি -এ, আমাদের লক্ষ্য হল সেরা উপাদান সরবরাহ করে আধুনিক যুগের ট্রেন্ডসেটারদের জন্য সতর্কতার সাথে চমৎকার দ্রুত ফ্যাশন তৈরি করা”।

রিভার অফ ডিজাইনের কোরিয়ান কালেকশনকে আলাদা করে তোলে তা হল গুণমান বা স্টাইলের সাথে আপস না করেই সামর্থ্যের প্রতিশ্রুতি। এই সংগ্রহের প্রতিটি অংশে পরিশীলিত এবং নিরন্তর আকর্ষণ রয়েছে, যা ফ্যাশন উৎসাহীদের জন্য একটি অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্ট এর প্রতিশ্রুতি দেয়। এই আশ্চর্যজনক রেঞ্জের দাম মাত্র ৯৯৯/- টাকা যা এটিকে ব্যাপক ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করে এবং উচ্চ ফ্যাশনকে সবার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

আরও ডি বিভিন্ন স্টাইল ও ফিট ডেনিম পরিধানের ব্যাপক রেঞ্জ অফার করে। আমাজন, ফ্লিপকার্ট, লাইমরোড এবং মিন্ত্রা -এ উপলব্ধ, ব্র্যান্ডটি টিয়ের টু এবং টিয়ের থ্রী শহরগুলিতে চাহিদা বৃদ্ধি দেখেছে, যা এর ডেনিম বিক্রির ৭০ থেকে ৭৫% পরিমাণ। এটি সারা দেশে আজকের তরুণদের মধ্যে ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে।

ব্র্যান্ডটি ইতিমধ্যেই অনেক পুনরায় আসা গ্রাহকদের সাথে চির-পরিচিত ফ্যাশন বাজারে নিজের জন্য একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে। বিশেষভাবে তৈরি কাপড় এবং ব্যতিক্রমী ডিজাইনের জন্য পরিচিত ইতিমধ্যেই ট্রেন্ডসেটিং জেনজেড দের জন্য গো-টু ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর এই নতুন কোরিয়ান কালেকশন এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে চলেছে।

সমপ্রেম সম্পর্ক মুক্ত মানুষের

স্বাধীনতা, অধিকার! ঐতিহাসিক 'সুপ্রিম' রায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমলিঙ্গে বিবাহ অধিকারের আইনি সিদ্ধান্ত কার্যত সরকারের উপরেই ছাড়ল সুপ্রিম কোর্ট। সমপ্রেমের সামাজিক সম্পর্কে স্বীকৃতি আদালতের। সমকামী সম্পর্ক, বিয়ে নিয়ে কেন্দ্রকে বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রকে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের।প্রসঙ্গত, টানা ১০ দিন ধরে ম্যারাথন শুনানির পর গত ১১ মে সমলিঙ্গ বিয়ে রায় ঘোষণা সংরক্ষিত রেখেছিল শীর্ষ আদালত। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময়ে সমকামী সম্প্রদায়ের অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, রাজু রামচন্দ্রণ,

এরপর ৩ পাতায়

'সিনেমা করে কত টাকা পেলে?'

'বহুত চালু' মদনকে প্রশ্ন দিদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের 'কালারফুল বয় তিনি'। মমতার দীর্ঘদিনের সৈনিক। পুজোর উদ্বোধনের ফাঁকে মদন মিত্রর সঙ্গে মশকরা করতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। গানে গানে মমতা-বন্দনা করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। সোমবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে ভার্চুয়ালি দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শুরুর দিন থেকে তৃণমূল ও মমতার যোগ্য সৈনিক মদন মিত্র। ২০১১ সালে তৃণমূল পরিবর্তনের সরকার গড়ার পর মদন মিত্র পরিবহণ ও ক্রীড়া দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন। সারদাকাণ্ডে জেলে যাওয়ার পর মন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়াল তিনি। ২০১৬-তে জেল থেকে বসেই ভোটে লড়েছিলেন, তবে সামন্য বাধ্যধানে হারের মুখ দেখেন। পরের বার অর্থাত ২০২১ সালে ফের কামারহাটির বিধায়ক পদ পান মদন মিত্র।

ভবানীপুর এলাকার ৬২ পল্লীর পুজো উদ্বোধনের সময় কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে দেখে বেশ 'অবাক' মমতা। মেরুন পাঞ্জাবিতে মদনকে দেখামাত্রই খুনসুটির মুডে মুখ্যমন্ত্রী।

মমতাকে বলতে শোনা গেল, 'কী মিস্টার মদন মিত্র! নিজের পাড়ায় না থেকে ৬২ পল্লীতে চলে এসেছ। ভেনাস ক্লাবের

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

পুজোর পর বাড়ি ভাঙা হবেই, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে

কোনও সমাধান পাওয়া যায় কিনা, সেটা দেখারও নির্দেশ দেন তিনি। বিচারপতি নির্দেশ দেন, লক্ষ্মীপুজোর পর ২৪ নভেম্বরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান বের করতে। ১৯ ডিসেম্বরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।তবে বিচারপতি এটাও বলেছেন, পুজোর পর প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে বাড়ি ভাঙতে হবে। বিচারপতি বলেন, "ওই ভবনের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই গরীব। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেউ আদানি, কেউ আম্বানির ছেলে নয়। তবে যাঁরা এখানে বসবাস করছেন, তাঁরা অধিকাংশই বাইরে থেকে এসেছেন। মালিক নন তাঁরা।" বিচারপতি নির্দেশ দেন, পুলিশ তদন্ত করবে, কারা বেআইনিভাবে বসবাস করছেন।" প্রসঙ্গত, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে ১৮১ শান্তি নগর এলাকায় একটি ভবনে বেআইনিভাবে নির্মীত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। 'আনঅথারাইজ□ড কনস্ট্রাকশনে'র অভিযোগ পাঁচিবালা পোলে বিধাননগর পুরনিগমকে জানায়। সেই মামলায় সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় সল্টলেকের ওই ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান আবাসনের বাসিন্দারা। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মঙ্গলবারের শুনানিতে নির্দেশ দেন, সোমবার যাঁরা বিক্ষোভ করছিলেন, তাঁদের নাম ঠিকানা নিয়ে জমা করতে হবে আদালতে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আদালত। বিচারপতি স্পষ্টই বলে দেন, "বাড়ি ভাঙা হবেই। পুজোর পরে হবে বাড়ি ভাঙা।" বিচারপতি আরও নির্দেশ দেন, "যাঁরা ওই ভবনের প্রমোটার ছিলেন, তাঁদের টাকা দিতে হবে ফ্ল্যাট মালিকদের। যাঁরা ডেভলপারদের টাকা দিচ্ছিলেন আর টাকা দিতে হবে না।" পাশাপাশি এই মামলায় ইডি-কেও পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি বলেন, "ইডি এই মামলায় পার্টি হবে। বেআইনিভাবে এই ভবন কারা নির্মাণ করলেন, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে বলব। ছুটির পর এবিষয়ে তাঁরা খতিয়ে দেখবে কারা রয়েছেন এর পিছনে।"

বিচারপতির ভতর্সনার মুখে পড়েন ভবনের প্রমোটার। তাঁর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, " কোথাও একটা ইট গাঁথলে পুরসভা বাধা দেয়। আপনারা পিসি সরকারের মতো। তাই কেউ জানতেই পারল না চারতলা বাড়ি হয়ে গেল! বিচারপতির মন্তব্য, পুজোয় পুলিশের সংখ্যা কম থাকে। তাই পুজোর পর পুলিশের ততপরতায় বাড়ি ভাঙা হবে। বিচারপতির তাতপর্যপূর্ণ মন্তব্য, "দরকারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে বাড়ি ভাঙার জন্য। ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে।"

১-ম পাতার পর

পার্থের পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই এর জালে কৌশিক

কৌশিক মাজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে অভিযোগ, প্রাথমিক টেটে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দিতেন কৌশিক মাজি। বিনিময়ে চলত টাকার খেলা। প্রসঙ্গত, গতকাল গ্রেফতার হওয়া পার্থের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ উঠে এসেছে। সিবিআই এর অভিযোগ, ২০১৭ সালে প্রাথমিক টেটে মোট ৭৫২ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি করে পর্ষদকে দিয়েছিলেন এই পার্থ টু। যার মধ্যে ৩০০ জন অযোগ্যর চাকরিও হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ওই সংস্থার দুই আধিকারিক হাওড়ার দাশনগরে কৌশিক মাজি এবং সল্টলেকের সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই। বেশ কিছু নথি পত্র, কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কও বাজেয়াপ্ত করেছিল সিবিআই। আজ সেই কৌশিক মাজিকেই গ্রেফতার করল গোয়েন্দারা।

২ পাতার পর

'সিনেমা করে কত টাকা পেলে?' 'বহুত চালু' মদনকে প্রশ্ন দিদির

পুজোর সামনে আছে, এটা মনে করিয়ে দিতে এসেছ! মদন মিত্র বহুত চালুসে এবার দু-মিনিট গান শোনাবে।' দিদির কথা শুনে মুখে হাসি মদন মিত্রের। পাশে দাঁড়ানোর পুজো উদ্যোক্তরাও খোশ মেজাজে। এরপর মমতা বললেন, 'মদন মিত্র নাকি এখন আবার সিনেমা করছে! সিনেমা করে কত টাকা পেয়েছ?'

টাকার কথা শুনে খানিক বেকায়দায় বিধায়ক। লজ্জার সুরে জানালন, 'না না আমাকে কোনও টাকাপয়সা দেয়নি। তার বদলে মৃত সৈনিকের একটা পার্ট দিয়েছে একটু।' প্রসঙ্গত, হরনাথ চক্রবর্তীর 'ওহ লাভলি' ছবিতে অভিনয় করেছেন মদন বাবু। এরপর নিজের কর্মকাণ্ডের লম্বা-চাওড়া খতিয়ান দেন মদন মিত্র। জানান, 'গতকাল আমি কামারহাটিতে ছিলাম। সেখানে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আজ হাওড়াতে যাত্রী সাথী-র উদ্বোধনে ছিলাম। এই যাত্রী সাথী অ্যাপ বাংলার পরিবহণে বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে। দীর্ঘদিন আমি ট্যাক্সি ইউনিয়ন করেছি। আমি বলছি, এটা একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। ওপরে ভগবান আর মাটিতে মানুষ তোমার সঙ্গে আছে।' নিজের প্রশংসা শুনেও মদন মিত্রর কণ্ঠে গান শোনার আগ্রহ কমল না মমতার। দিদির নির্দেশ বলে কথা। 'স্বরচিত গানে' মঞ্চ মাতালেন মদন মিত্র। মদন গাইতে শুরু করেন, 'কালীঘাটে আছে কালী, তারাপীঠে তারা মা/ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী, হরিশ চ্যাটার্জিতে সারদা মা। জয় মা....।' মদনের এই গানের লাইনের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার নয় কারুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা, তাঁকে 'হরিশ চ্যাটার্জির সারদা মা' বলে উল্লেখ করলেন তিনি। মদনের গান শুনে হাসি মুখে মমতা বলেন- 'কী গাইলে! এবার তো তোমাকে সবাই গান গাইতে ডাকবে! তখন কিন্তু বিনা পয়সায় গেও না। যা পয়সা পাবে তার সবটা ৬২ পল্লীতে দিয়ে দেবে। ভালো থেকো'।

দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন,

সেই 'বীর'দের শ্রদ্ধা জানাতে দেশ জুড়ে গৃহীত 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশ জুড়ে অমৃত কলস যাত্রার মাধ্যমে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। দেশের প্রত্যেক বাড়ির সদস্যকে এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, নেহরু যুব কেন্দ্র সংস্থান, আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, ভারতীয় ডাক এবং কয়লা মন্ত্রকের মতো নানা দপ্তর ও মন্ত্রক দেশের প্রতিটি গ্রাম ও ব্লক থেকে মাটি সংগ্রহ করছে। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশ গড়ার জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও সামাজিক বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের অঙ্গীকার প্রতিফলিত। সংস্কৃতি মন্ত্রকের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি এই কর্মসূচী সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইতোমধ্যেই ৪ হাজার ৪১৯টিরও বেশি ব্লকে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সাড়া মিলেছে অভূতপূর্ব।

'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচীর সূচনা হয় ৯ অগাস্ট। দেশের জন্য যাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছেন, সেই বীরদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ। এটি আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের শেষ কর্মসূচী। দেশ জুড়ে ২ লক্ষেরও বেশি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে সামিল হয়েছেন। 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্য সকলের নজর কেড়েছে। এ পর্যন্ত ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২ লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি শিলাফলক বসানো হয়েছে। ৪ কোটি সেলফি, ৫টি সংকল্প বাস্তবায়নের শপথ নেওয়ার সময় তোলা হয়েছে। এই সেলফিগুলি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। দেশ জুড়ে সাহসী নাগরিকদের সম্মান জানাতে ২ লক্ষেরও বেশি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ২৩ লক্ষ ৬০ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ২ লক্ষ ৬৩ হাজার অমৃত উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর কর্তব্য পথে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমৃত কলস যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের দেশের ঐক্য ও বৈচির্ত্যের প্রতীক এই কলসগুলির মাটি এক জায়গায় মেশানো হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত এই মাটি অমৃত বাটিকা (অমৃত উদ্যান) এবং অমৃত মহোৎসব স্মারকে ব্যবহার করা হবে। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক এই কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে দেশ জুড়ে উৎসব উদযাপন

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : উৎসবের মরশুম আবারও এসেছে। আকাশে - বাতাসে খুশির ছোঁয়া। প্রত্যেক ভারতীয় পরিবারের জন্য গণেশ চতুর্থী - দশেরা, দীপাবলি ছট পুজোর গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনও উৎসবই আমাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে, আমাদের আচার-আচরণ বদলায়। প্রত্যেক উৎসবে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। পরিবেশের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনাগুলিকে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। পরিবেশ-বান্ধব প্রতিমা নির্মাণ, বাঁশের প্যান্ডেল তৈরির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সংকোচন ও পুনর্ব্যবহারের নীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। উৎসব পালনের সময় বর্জ্য মুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে যে প্রয়াসগুলি নেওয়া হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাত্রা অনুসরণে আমাদের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত। এই উৎসবগুলি পালনের সময় আয়োজকরা কার্বন নিঃসরণ এবং বর্জ্য পদার্থ হ্রাস করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্থিতিশীল উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে পরিবেশ-বান্ধব উৎসব পালন করতে হবে। দেশ জুড়ে দশেরা ও দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে উৎসব পালনের প্রস্তুতি চলছে। দশেরা উদযাপনে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা গ্রহণ নজরে আসছে। এখন লেজার শো-এর আয়োজন করা হয়। বর্তমানে দশেরায় মূর্তি তৈরির সময় পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও প্লাস্টিকের ব্যবহার করা হয়। এখন প্যান্ডেল তৈরির সময় আয়োজকরা থার্মোকল বা প্লাস্টিকের পরিবর্তে বাঁশ, কাঠ, নারকেল ছোবড়া, পাট, কাপড়, খড়, কাগজ এবং আখের ছিবড়ে ব্যবহার করেন। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করার সময়ও পরিবেশ-বান্ধব উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসব পালনের সময় নীল এবং সবুজ ডাস্টবিনের ব্যবস্থা ছাড়াও যেসব অঞ্চলে দর্শনার্থীদের ভিড় বেশি, সেখানে রাতের বেলাতেও সাফাই অভিযান চলে। এ বছর দিল্লিতে বেশ কিছু প্যান্ডেল শুধুমাত্র বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরি করা হবে। প্রতিমা নীরঞ্জনের জন্য পুকুর খনন করা হয়েছে। পুজোয় ব্যবহৃত ফুল ও অন্যান্য জৈব উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে সারের কাজে ব্যবহার করা হবে। প্রসাদ বিতরণের জন্য কাগজের প্লেট ও কলাপাতা ব্যবহার করা হয়। নবরাত্রির দিনগুলিতে উত্তর প্রদেশে প্রতিমা তৈরির সময় পরিবেশ-বান্ধব উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে 'বর্জ্য মুক্ত পরিচ্ছন্নতা উৎসব' উদযাপন করা যায়। নবরাত্রির অষ্টম ও নবম দিনে মূর্তিগুলির জন্য অর্পণ স্থল ও অর্পণ কলসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থী উদযাপনের সময় পরিবেশ-বান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাঁশের প্যান্ডেল, কাদামাটির মূর্তি নির্মাণ ছাড়াও ফুল দিয়ে আলপনা আঁকা হয়েছে। থানেতে স্বচ্ছতা (পরিচ্ছন্নতা) পক্ষ উদযাপনের সময় পরিবেশ-বান্ধব গণেশ মূর্তি গড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২২ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। পরিবেশ-বান্ধব গণেশ চতুর্থী উদযাপনের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বাড়িতেই মাটির গণেশ মূর্তি বানিয়েছেন। পানভেল পুরসভা ৯৬টি জায়গায় গণেশ প্রতিমা দান কেন্দ্র গড়ে তোলে। এখানে নাগরিকরা তাঁদের গণেশ মূর্তিগুলিকে দান করেন। এই মূর্তিগুলির মধ্যে যে উপাদানগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য সেগুলিকে আলাদা করে বিসর্জন দেওয়া হয়। মুম্বাইয়ের নাগরিকরাও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সামিল হন। বলিউড ব্যক্তিত্ব, কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা জুহু বীচে প্রতিমা নীরঞ্জনের সময় যে জঞ্জাল জমেছিল, সেগুলিকে পরিষ্কার করেন। ভরসোবা বীচ থেকে ৮০ হাজার কিলোগ্রাম বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলা হয়। বহু রাজ্যে উৎসব উদযাপনের সময় সুস্থায়ী কিছু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। আসামে গণেশ পুজো উদযাপনকালে বাঁশের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিগবয় পুরসভা প্লাস্টিক মুক্ত গণেশ পুজোর আয়োজন করে। প্যান্ডেল তৈরির সময় জাপি এবং কোরাহির ব্যবহার করা হয়েছে। দিল্লিতে গণেশ প্রতিমা নির্মাণে নারকেলের খোলা এবং কাদামাটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটনায় ছট পুজোর সময় পুরসভা বর্জ্য মুক্ত উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে। জলাশয়ের ঘাটে বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে আলাদা গাড়িতে তোলা হবে। সংগৃহীত বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে উৎসব উদযাপনের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের করা হচ্ছে। ভারতের শহরাঞ্চল একটি সুরক্ষিত - নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে উৎসব উদযাপন অনুঘটকের কাজ করবে। উৎসব উদযাপনের সময় আচরণগত পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ-বান্ধব বর্জ্য ও প্লাস্টিক মুক্ত নানা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। সময়টা পরিচ্ছন্ন এক দেশ গড়ার।

মা চন্দ্রঘন্টাকে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

নতুন দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেবী চন্দ্রঘন্টার কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি দেশবাসীর নিরন্তর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য মা চন্দ্রঘন্টার আশীর্বাদ চেয়েছেন।

দেবীকে উদ্দেশ্য করে একটি স্তোত্রপাঠ শ্রী মোদী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

এক্স পোস্টে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"সাহস এবং শৌর্যের প্রতীক মা চন্দ্রঘন্টাকে প্রণাম জানাই! মা-এর আশীর্বাদে দেশবাসীর সম্মান ও গৌরব নিরন্তর বৃদ্ধি পাক, এই কামনাই করি।"

২ পাতার পর

সমপ্রেম সম্পর্ক মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার! ঐতিহাসিক 'সুপ্রিম' রায়

আনন্দ গ্রোভার, গীতা সুথরা, কেভি বিশ্বনাথন, সৌরভ কৃপাল ও মানেকা গুরুস্বামী। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ভালবাসা মানুষের মৌলিক অধিকার। বিবাহ মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার আছে। সমকামিতা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলেও পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। তবে আদালত আইন তৈরি করতে পারে না। আদালত শুধু তার ব্যাখ্যা দিতে পারে ও তাকে বাস্তবায়িত করার কথা বলতে পারে। সমলিঙ্গে বিবাহ নিয়ে আইনে পরিবর্তন আনা একমাত্র সংসদের অধিকার। এ ব্যাপারে আদালত কিছু করতে পারে না। সমলিঙ্গ বিবাহ স্বীকৃতির দাবিতে মামলার রায়দানে বলল সুপ্রিম কোর্ট। সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। ভালবাসা মৌলিক অধিকার। কিন্তু বিবাহ নয়। সমলিঙ্গ বিয়ে মামলায় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার আছে। সমকামিতা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন্তব্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের।সেই সঙ্গে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, সমকামী দম্পতি সহ অবিবাহিত দম্পতিরা যৌথভাবে একটি সন্তান দত্তক নিতে পারেন। তিনি বলেন, শিশুর বেড়ে ওঠার পদ্ধতি ভালো না খারাপ তা বাবা-মায়ের যৌন পছন্দের উপর নির্ভর করে না। আইন সেই বিষয়ে কোনও ধারণা তৈরি করতে পারে না। এই মামলায় কেন্দ্রের তরফে সমলিঙ্গ বিয়ের বিরোধিতায় দাবি করা হয়েছিল, সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধতাদানের যে ভাবনা, তা আসলে 'শহুরে উচ্চবিত্ত' ধারণা। সমকামকে শহুরে বিষয় নয় বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি। 'বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কোনও অনড়, অটল বিষয় নয়। বিবাহে বিবর্তন আসে।' সমলিঙ্গে বিয়ের আইনি স্বীকৃতি সংক্রান্ত রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলল সুপ্রিম কোর্ট। বিবাহ একটি স্থির ও অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান, এটা বলাটা ভুল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা পালটায়। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠান-ই সময়ের সঙ্গে বদলায়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ বুধবার ৩০ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নেই জল, নেই পর্যাপ্ত খাবার, জঞ্জালের স্তূপে মৃতদেহ! যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ভয়াবহ পরিস্থিতি

ইজরায়েল -গাজা যুদ্ধে সঙ্কটের মেঘ ক্রমশ যেন ঘনীভূত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে গত ১০ দিনের যুদ্ধে গাজা ভূখণ্ডে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২ হাজার ৮০০ জন প্যালেস্তিনীয়র। আহত ১০ হাজার ছুঁইছুঁই। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও ৫৭ জন মারা গেছেন। আহতের সংখ্যা ১২০০। উল্টোদিকে, ইজরায়েলে মৃতের সংখ্যা ১৪০০।মাতৃভূমি দখলের যুদ্ধ না অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই? ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া ইজরায়েল গাজার আকাশ দেখে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন হাজার হাজার মানুষ। এই সবকিছুকে ছাপিয়ে যা বড় হয়ে উঠেছে, তা হল রক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। ভূমধ্যসাগরের পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন শুধুই হাহাকার।সাড়ে ৩ হাজার মানুষ কমবেশি আহত।

নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন, 'যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা/ যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা।' যুদ্ধ মানেই তো দুপক্ষেরই ক্ষতি! প্রতিদিন নিরীহ মানুষ, সর্বোপরি শিশুদের মৃত্যু, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিয়ে চলেছে এক বর্বরতার দিকে। যুদ্ধক্ষত এলাকাগুলিতে শুধু বিধ্বস্ত দৃশ্য। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধুই ভগ্নপ্রায়, ধুলোয় ঢাকা প্রান্তর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহ, জঞ্জালের স্তূপ। গাজার পরিস্থিতি ও কঠিন। পানীয় জল নেই। যা আছে তা লবণাক্ত জল। তেষ্টার মুখে সেই খেয়ে চলছে প্রাণ নিবারণের কাজ। পানীয় জলের সন্ধান পেতে যত্রতত্র চলছে পাতকুয়ো খোঁজার কাজও। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থাও করুণ। ড্রেনের জল, সমুদ্রের জল মিশে একাকার। সেই পরিস্থিতিতে অনেকেই প্লাস্টিকের পানীয় জল বোতল করে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। শরণার্থী সংস্থা ইউএনডব্লিউএর কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, "গাজায় জল ও বিদ্যুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। গাজাকে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে বিশ্ব এখন তার মানবতা হারিয়ে ফেলেছে।"গাজায় বসবাসকারী সাধারণ প্যালেস্তিনিয়দের প্রবল দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে হয় প্রতিনিয়ত। একথা ঠিক যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের্কি সাহায্য করে কিন্তু, অভিযোগ, অনুদানের টাকা গাজার দরিদ্র মানুষের নয়, ঢুকে যায় হামাসের তহবিলে। তা দিয়েই চলে ইজরায়েল বিরোধী কার্যকলাপের মহড়া। গাজার উত্তরাংশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে কমপক্ষে সাড়ে ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে। পরিসংখয়ান বলছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন ২ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। ভূখণ্ড-বিবাদে আপাতত শান্তির জায়গা নেই ইজরায়েল কিম্বা প্যালেস্তাইন - কোথাও! ফের মানুষ ঘর ছাড়ছেন। কবে ফিরবেন, কেউ জানেন না।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ থেকে

বিদ্যুতকে সরানো উচিত, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে বিদ্যুত চক্রবর্তীকে সরানো উচিত বলে নির্দেশনামায় পর্যবেক্ষণ বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের। মানস মাইতি নামে এক অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানীকে প্রকল্প থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যুত। ওই অধ্যাপক হাই কোর্টে মামলা করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। মানসকে সরানোর জন্য সিইআরএন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিলেন বিদ্যুত। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এক কর্তৃপক্ষকে দেওয়া কর্তৃপক্ষের চিঠি মানস কী ভাবে পেলেন? ওই বিভাগকে আবার চিঠি লেখেন বিদ্যুত। মানসকে সাসপেন্ড করতে বলেন। গত বছর হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ওই সাসপেনশন খারিজ করেন। তার পর প্রকল্প থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেন বিদ্যুত। তার পর আবার হাই কোর্টে মামলা করেন মানস। এই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, উপাচার্য পদ থেকে বিদ্যুতেক সরানো উচিত। কী ভাবে উপাচার্য হলেন তিনি? বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তিনি নির্দেশ দেন, সাত দিনের মধ্যে মানস যাতে প্রকল্পে কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শামিম আহমেদ জানিয়েছেন, ২০০৫ সাল থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন মানস। সিইআরএন নামে একটি প্রকল্পেও কাজ করছেন তিনি। ২০২১ সালে উপাচার্যের কোনও এক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপকেরা। তার পর তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ছ'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অধ্যাপকদের আটকে রাখা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন মানস। পুলিশ ডেকে এনে অধ্যাপকদের ছাড়াতে সাহায্য করেন। এর পরেই মানসকে শোকজ করেন উপাচার্য। শোকজে বলা হয়, তিনি অন্য বিভাগের বিষয়ে কেন ঢুকলেন। বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়। এই শোকজের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে গিয়েছিলেন মানস।মানসের করা মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিংহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতমূলক কাজ করছে। মানসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারবেন না কর্তৃপক্ষ। এর পর ২০২২ সালের জুলাইয়ে সিইআরএন প্রকল্প থেকে মানসকে সরানোর জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন বিদ্যুত। কলকাতা হাই কোর্টে আবার মামলা করেন মানস। গত বছর ১৩ জুলাই বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য জানান যে, বিদ্যুত উপাচার্য হওয়ার যোগ্য নন। মানসকে প্রকল্প থেকে সরানোর বিষয়টি আদালত খারিজ করে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

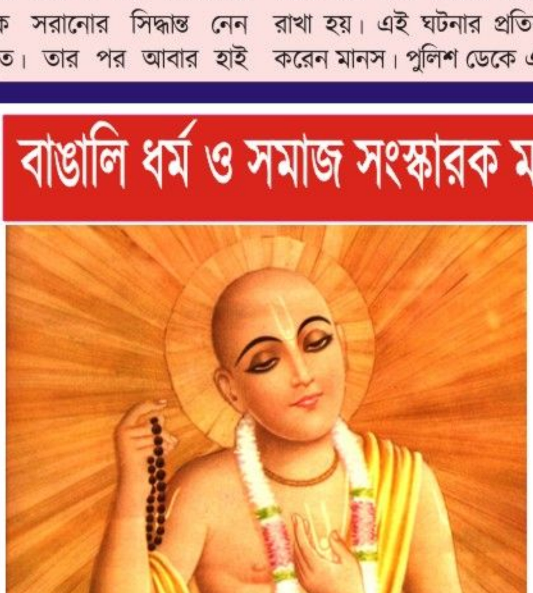

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শচীদেবী তাই চাইতেন তাঁর আদরের 'নিমাই' সংসারি হোক।নবদ্বীপের বাসিন্দা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সাথে নিমাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই নিমাই তাঁর পৈত্রিক ভিটে শ্রীহট্টে যান। এদিকে এর মাঝেই সাপের কামড়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর শচীদেবী নিমাইয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আত্মবিশ্বাস এর উপরে নির্ভর করে চলছে সারা বিশ্বের সমাজব্যবস্থা। একটি ধর্মের একটি রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে আজ পর্যন্ত। সেই সব ইতিহাসের নানান ব্যাখ্যা বারবার আমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে যেন একটি আত্মবিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মান্যতা দিয়ে আসছি। মান্যতা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নেই, পৃথিবীর বুকে খুজে পাওয়া যায়নি অন্য কোন বিকল্প শক্তি। বিজ্ঞান ও পারেনি এই শক্তির উৎস খুঁজতে। প্রাকৃতিক যে শক্তি, যাকে আমরা কল্পতরু রূপে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস আত্মনির্ভরশীল ভরসার রক্ষাকর্তা, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, ভগবান ও গড। অদৃশ্য শক্তি আজ পৃথিবীর বুকে বিরাজমান। এই শক্তির উপরে নির্ভরশীলতা কোটি কোটি মানুষ। যে শক্তিটা আজও প্রচলিত এবং প্রচন্ড শক্তিশালী,তাকে আমরা ভগবান আল্লাহ গড যাই বলে ভরসা করে মনের সমস্ত কথা জানালে তিনি সে কাজেই সফলতা এনে দেয়। তার বাইরেও প্রচলিত হয় নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতা, এই ব্রম্ভান্ডের মালিককে আমরা আজও মনে প্রানে ধন-সম্পদ সবকিছু সঁপে পূজা ও প্রার্থনা করি। এই পূজা বা পার্থনা বহু প্রাচীনকাল ধরতে প্রচলিত, আজ তা একই নিয়মে আমরা মেতে উঠি।

আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ অনুভুতিতেই। বারবারই মনে হয় এই তো মা আসছেন। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। ষষ্ঠীর সকালে বোধন দিয়ে শুরু হয় আচার অনুষ্ঠানের পর্ব। সপ্তমী থেকে দিন শুরু হয় পূজার্চনা। দুর্গাপুজোর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নানান বিধি রয়েছে। বেশি প্রশ্ন বা কৌতূহল রয়েছে গণেশের পাশে থাকা 'কলা বউ' বা 'নবপত্রিকা'কে ঘিরে। অনেকে মনেই প্রশ্ন থাকে, গণেশের পাশে ঘোমটা দেওয়া ওই গাছটি আদতে কী? এই বিষয়ে আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু, আর সে কথাগুলো আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চাই পাঠকসমাজের কাছে।দুর্গাপুজোর অন্যতম আচার নবপত্রিকা স্নান। সপ্তমীর সকালে হয় স্নান। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ 'নয়টি পাতা'। যা

নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক। কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, দাড়িম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী। শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'।সেই কারনে

নবপত্রিকাকে বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ আমরা ধরে নিতে হয়। 'নবপত্রিকা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নয়টি পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। রম্ভা ,কচ্চী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ। অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ: কদলী বা রম্ভা (কলা), কচু, হরিদ্রা (হলুদ), জয়ন্তী, বিল্ব (বেল), দাড়িম্ব (ডালিম), অশোক, মানকচু ও ধান। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ।নবপত্রিকা বা কলা বউ ইতিহাসের লুকিয়ে রয়েছে দেবী দুর্গার পূজিত ইতিকথা।গুপ্তযুগেও বাংলায় কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সংস্কৃত ধর্মসূত্রের মন্তব্য স্মরণীয়: গৌড়ের লোকেরা দস্যু, সেখানে দিন কাটালে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ বার সেই কিংবদন্তি: রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের এই অজায়গায় নিয়ে এসে জমি দিয়ে বসত করান।ব্রাহ্মণরা এসে দেখলেন, এ দেশে জনজীবনের মূল উৎসব চৈত্র মাসে: গাজন। জাতিভেদ নেই, সারা গ্রাম একসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজোয় মেতে ওঠে। এই ধর্ম নিতান্ত লৌকিক দেবতা, যুধিষ্ঠিরের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে থাকবনিদ শাসনকাঠামো ধরে রাখা যাবে না। অতএব শুরু হল উচ্চবর্গের বিচিত্র অন্তর্ঘাত। প্রথমেই এল দুর্গাপুজো। কিন্তু সেই বাসন্তীপুজো গাজনের জনপ্রিয়তা কমাতে পারল না। ক্ষমতা গাজনকে বরাবর সন্দেহ করেছে। আজও মন্দিরগাত্রের টেরাকোটায় চড়কপুজোর উপস্থাপনা খুঁজে পাওয়া যায় না।চৈত্র হল বছরের দ্বাদশ মাস। তার উল্টো দিকেই ষষ্ঠ মাস: আশ্বিন। উত্তরাপথে নবরাত্রি সেই সময়। রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে ঘুরছিলেন, মেধস মুনি সেই সময় তাঁকে শ্রীশ্রীচণ্ডী-র কাহিনি শোনান। রাজা দেবীর পুজো করে রাজ্য ফিরে পান। এ যে রাজধর্মের পুজো! সেই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখ্যত তিন অংশ। প্রথম অংশে ৩২টি শ্লোক, দেবী মধু ও কৈটভ দানবকে বধ করেন। দ্বিতীয় অংশে ১০৯টি শ্লোক, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। তৃতীয় অংশ আরও বড়, ১৯৩টি শ্লোক। "বাংলা দুর্গাপুজোর শাস্ত্রীয় আচার এই ন্যারেটিভ কাঠামো মেনে তৈরি। সপ্তমীর থেকে অষ্টমী পুজো আরও দীর্ঘ, নবমী পুজো আরও বেশি সময়ের," বলছিলেন র‍্যালফ নিকোলাস। এই সংস্কৃত চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল বাংলার চণ্ডীকে। মর্তে পুজো পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলচণ্ডী কী ভাবে মিশে গেল, দুর্গাপ্রতিমাই তার প্রমাণ। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর মা। গাঁজাড়ু স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। গাজনের জন-উৎসবকে উৎখাত করতেই 'ক্ষমতা' সংস্কৃত পুরাণ এবং বাংলা লোককাহিনি মিলিয়ে শারদীয় পুজোর আখ্যান তৈরি করে।কিন্তু শরৎকালে পুজো হবে কী ভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে দেবতাদের রাত শুরু। ঘুম ভাঙে কার্তিক মাসের একাদশীতে। "ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন অকালবোধন শুরু করে। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর আগে অকালবোধনের কথা জানা যায় না। খেয়াল করবেন, লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না," জানাচ্ছেন র‍্যালফ।তবেই দুগা ক্ষমতার পুজো, জগদ্ধাত্রীও তা-ই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্রমন্ত্রে চার হাতের দেবীর যে বর্ণনা, তা জগদ্ধাত্রী রূপ। দশ হাতের দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, চার হাতের জগদ্ধাত্রী বধ করেন করিণ্ডাসুরকে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতায় একমাত্র কাম্য। তাই দেবী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

প্রেমিক নিয়ে থাইল্যান্ড ঘুরে এসে অভিনেত্রী জানালেন বিয়ের খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কালকাতার অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন অনেকদিন ধরেই প্রেম করছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সম্প্রতি এই প্রেমিককে নিয়ে থাইল্যান্ডেও ঘুরে এসেছেন তিনি। এরপরই ভক্তদের প্রশ্ন, কবে বিয়ে করছেন এই জুটি? যদিও বছর খানেক আগে এই অভিনেত্রী বলেছিলেন, প্রেম করলেও বিয়ের পরিকল্পণা নেই। সে সময় তিনি বলেন, বিয়ের বিষয়টি ঠিক ভাবিনি। বিয়ের পরিকল্পনা করলে সবাইকে বলেই করব।'

থাইল্যান্ড থেকে ঘুরে এসে যেনো জানিয়েই দিলেন বিয়ের পরিকল্পনার কথা। সম্প্রতি টিভি নাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সন্দীপ্তা জানালেন, চলতি বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তারা। ভারতীয় ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌম্য মুখার্জির সঙ্গে চলতি বছরের ৭ ডিসেম্বর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন সন্দীপ্তা। এর আগে ২ ডিসেম্বরে আংটি বদল হবে। বর্তমানে বিয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে দারুণ ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। এমনকি বিয়েতে কোন পোশাকে সাজবেন সেই পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন তিনি। সন্দীপ্তা বলেন, 'আমি শাড়ি পরব আর সৌম্য ধুতি আর শেরওয়ানি পরবে। যদিও এখনো এসব কেনা হয়নি। খোঁজ চলছে, পছন্দ হলে নিয়ে নেব। ডিজাইনার কে হবেন, সেটাও এখন বলতে পারছি না।'

বিয়েতে কারা উপস্থিত থাকবে সেটা জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, 'দুই পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, ইন্ডাস্ট্রির সদস্যসহ অনেকেই অতিথির তালিকায় থাকবেন। আমার চেয়ে বেশি বন্ধু রয়েছে সৌম্যর। ঘরোয়া বিয়ে, ছোট পরিসরে বিয়ে করছি এমনটা নয়। সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে। এটা তো সারা জীবনের সেরা মুহূর্ত। তাই বিশেষ মুহূর্তটাকে শুটিং করে তুলতে চাই না। এজন্য ক্যামেরা-সাংবাদমাধ্যম বিয়েতে থাকুক তা আমি চাই না।'

উল্লেখ্য, অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্দীপ্তার সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে ছিল। 'তুমি আসবে বলেই' ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন এই জুটি। যদিও এই দুই তারকা বারবার বলে এসেছেন, তারা কেবলই ভালো বন্ধু। এমনকি সৌম্যর সঙ্গে সম্পর্কের খবর জানার পর সন্দীপ্তাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন রাহুল।

প্রেমিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ লুকালেন জাহ্নবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে জোর গুঞ্জন শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে প্রেম করছেন জাহ্নবী কাপুর! ২০২২ সালের শেষের দিন থেকে নাকি একে অপরের সঙ্গে ডেট করছেন তারা। তবে তাদের ব্যক্তিগত জীবন আর ব্যক্তিগত থাকছে না। বৃহস্পতিবার শিখর পাহাড়িয়ার বাড়ি থেকে বের হতে গিয়েই পাপারাৎজির ক্যামেরাবন্দি হন জাহ্নবী কাপুর।

এ দিন নিজের গাড়ির ভেতর খুব ক্যাজুয়াল আউটফিটে দেখা মেলে অভিনেত্রীকে। যদিও ছবি তোলা দেখে গাড়ির ভেতর থেকে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নেন জাহ্নবী। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। চলচ্চিত্রে পা রাখার আগেই ব্যক্তিগত কারণে বহুবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। বিশেষ করে ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডের নাতি শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে জাহ্নবীর একটি চুমুর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। তারপর অনেকের সঙ্গেই নাম জড়িয়েছে এই নায়িকার। সময়ের সঙ্গে আড়ালে পড়ে যায় শিখরের নাম। দীর্ঘ বিরতির পর গত বছরের অক্টোবরের দিকে একসঙ্গে দেখা যায় জাহ্নবী-শিখরকে। তারপর এ জুটির পুরোনো প্রেম চর্চায় পরিণত হয়। এবার প্রেমিকের বাসায় গিয়ে ক্যামেরা দেখে মুখ লুকালেন জাহ্নবী।

সঞ্জয়ের ৫০ সেকেন্ডের 'মানুষ', রোম্যান্টিক আর অ্যাকশন অবতারে জিৎ

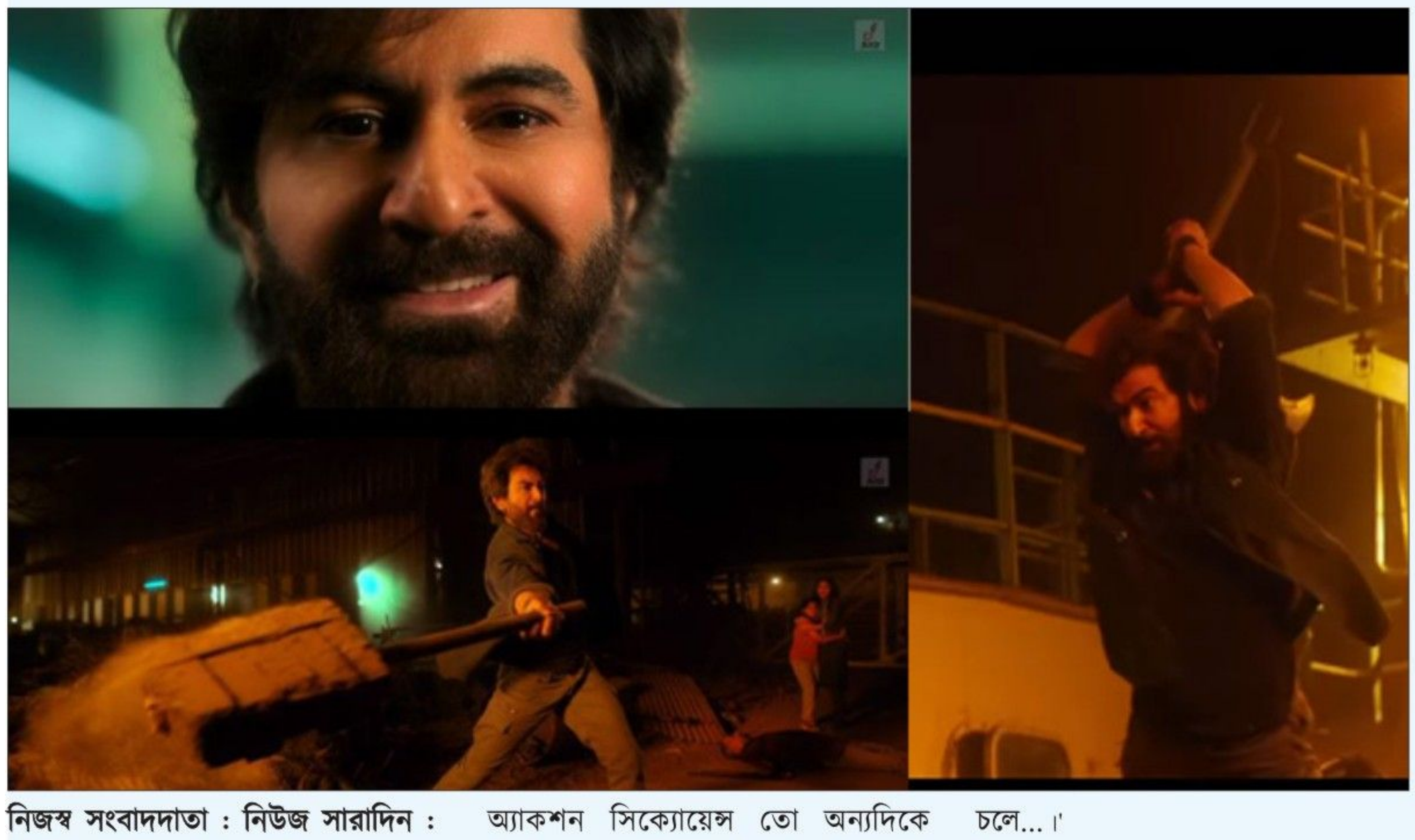

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শনিবার সকাল ঘড়ির কাঁটায় নটা বাজতেই জিৎ তার সমাজমাধ্যমের পেজে শেয়ার করলেন নতুন ছবি মানুষের টিজার। 'মানুষ' নামের ওই সিনেমার কয়েক সেকেণ্ডের টিজারে জিতের অ্যাকশন-ইমোশন আর নতুন লুক দিয়ে দর্শকদের কাবু করলেন যেনো।

বড় পর্দায় রোম্যান্টিক বা অ্যাকশন হিরো অবতারে জিতকে আগেও দেখেছেন দর্শক। তাই নতুন ছবিতে জিৎ যে এই অবতারে আসবেন তা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তার ভক্তরা। টিজার যেন সেই উত্তেজনাকে আরও একটু উসকে দিল। একদিকে জিতের ধুঁয়াধার অ্যাকশন সিক্যোয়েন্স তো অন্যদিকে আবেগ। সেই সঙ্গে জিতের মুখের ঝাঁঝালো সংলাপ। যা বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছে গল্পে থাকবে ক্রাইমের নির্যাসও।

টিজারের শুরুতেই টাকার উপর হাত রেখে জিতের সংলাপ, আই ডুন্ট কাউন্ট মানি।এরপর টাকার সুটকেস নিয়ে জিতের গডগড করে হেঁটে যাওয়া আর ধুন্ধুমার অ্যাকশনের দৃশ্য। একটা বন্দুকের গুলির শব্দ আর শিশু কন্যার গলায় বাবা বলে আর্তনাদ!রাতের অন্ধকারে ক্রাইম! মানুষের টিজারে জিতের পাশাপাশি নজর কেড়েছেন জীতু কমল। বড় চুল, লম্বা দাঁড়িতে একেবারে অন্য লুক। পাশাপাশি ঢাকার নায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম ও টলিউডের অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কেও এক ঝলকে দেখা গেছে। ৫০ সেকেন্ডের টিজারটি শেয়ার করে নায়ক জিৎ লিখেছেন, 'যখন বিশ্বাস আর ক্রোধ একই পথে চলে...।'

'মানুষ' নির্মাণ করেছেন ঢাকার নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার। গল্পও তার। নাটক, ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। এবার সিনেমায় নিজেকে প্রমাণ করার অপেক্ষায়। যদিও ৫০ সেকেন্ডের টিজারেই জানিয়ে দিচ্ছে কতটা কি করতে পারবেন তিনি। নির্মাতা জানালেন, টিজারেও দারুণ সাড়া মিলেছে। অনেকে ফোন করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে পছন্দের কথা জানাচ্ছেন। বিষয়টি আনন্দ দিচ্ছে নির্মাতাকে। সিনেমাটি জিৎ নিজেই প্রযোজনা করেছেন। গত ১১ অক্টোবর ভারতের সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে 'মানুষ' ছবিটি। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ নভেম্বর এটি মুক্তি পাবে দেশটির প্রেক্ষাগৃহে। নির্মাতা জানিয়েছেন সিনেমাটি বাংলাদেশেও মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

অন্তঃসত্ত্বা গুঞ্জনের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হাজির আনুশকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা কয়েক মাস ধরেই নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছিলেন। তাকে স্বামী বিরাট কোহলির সঙ্গে ক্রিকেট সফরেও দেখা যাচ্ছিলো না। এরই মধ্যে গুজন ওঠে ফের মা হতে চলেছেন আনুশকা।

শোনা যাচ্ছে, তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার তিন মাস পেরিয়ে গেছে। এমন সময়েও চলমান ক্রিকেট বিশ্বকাপে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে হাজির হলেন এই আনুশকা। বিরাটপত্নীকে এদিন সকাল সকাল আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে দেখা গেছে। বেটার হাফ তথা টিম ইন্ডিয়াকে সমর্থন করতেই অভিনেত্রীর এই গমন। এদিন তাকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে দেখা যায়। তিনি কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে গাড়িতে ওঠেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আনুশকা-কোহলির সংসার আলো করে আসে তাদের কন্যা সন্তান ভামিকা। এবার তাদের কোল জুড়ে আসতে চলছে দ্বিতীয় সন্তান!

শ্রীলঙ্কার
বিশ্বকাপ দলে চামিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। তার পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে চামিকা করুনারত্নেকে। রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে দলের সঙ্গে ভারতেই ছিলেন ডানহাতি এই পেসার। তাকে আগামী সোমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার জার্সিতে মাঠে দেখা যেতে পারে।

গত ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সময় উরুতে চোট পান শানাকা। যা তাকে তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে দেয়। পাকিস্তান ম্যাচে ব্যাট হাতে ১২ রান করেন তিনি। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬২ বলে খেলেন ৬৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস।

শানাকা না থাকায় বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলোর জন্য শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক হিসেবে থাকবেন কুশল মেন্ডিস। আগামী ১৬ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে লঙ্কানরা।

চোটে বিশ্বকাপ থেকে
ছিটকে গেলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। আইসিসির ওয়েসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সময় চোট পান শানাকা। উঁরুর এই চোট থেকে সেরে উঠতে শানাকার অন্তত তিন সপ্তাহ লেগে যাবে। চামিকা করুণারত্নেকে শানাকার বদলে দলে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য করুণারত্নে রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে শ্রীলঙ্কা দলের সাথে বর্তমানে ভারতেই আছেন। তাকে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার জার্সিতে মাঠে দেখা যেতে পারে।

পিছিয়ে পড়েও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বড় জয় জার্মানির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ১৪ অক্টোবর প্রথমে পিছিয়ে পড়েও যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের মাঠেই ৩-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জার্মানি। জার্মানির পক্ষে গোল করেন ইলকায় গুন্দোয়ান, নিকলাস ফুলক্রুগ ও জামাল মুসিয়ালা। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গোল করেন ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ।

যুক্তরাষ্ট্রের রেন্টশেলার স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে বলের দখল থেকে শুরু করে গোলে শট নেওয়া -সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল জার্মানি। তবুও প্রথম গোল তারাই খায়। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের নড়বড়ে রক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২৭ মিনিটের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে দেন ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ। ফ্লোরিয়ান বালোগানের পাস থেকে গোল করেন তিনি। বাজে ফর্মে থাকা জার্মানদের আরও একটি হারের শঙ্কা জাগছিল তখন।

তবে ৩৯ মিনিটে জার্মানিকে সমতায় ফেরান বার্সেলোনার মিডফিল্ডার গুন্দোয়ান। সমতা নিয়েই প্রথমার্ধ শেষ কর দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খুঁজে পায় জার্মানি। মূহুর্মূহু আক্রমণ চালাতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণভাগে। তারই ধারাবাহিকতায় ৫৮ মিনিটে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। রবিন গোসেনের পাস থেকে ফুলক্রুগ গোলটি করেন। এর ঠিক তিন মিনিট পরেই আরও একটি গোল পায় জার্মানি। এবার গোলের কারিগর স্বয়ং দলকে এগিয়ে দেওয়া ফুলক্রুগ। তার দেওয়া পাস থেকে গোল করেন জার্মানির নতুন সেনসেশান জামাল মুসিয়ালা।

ভারতের বিপক্ষে এমন 'লজ্জার'
হারের পর যা বললেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় মাত্র ১৯১ রানে গুটিয়ে যায় বাবর আজমের দল। টার্গেট তাড়ায় রোহিত শর্মার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১১৭ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় ভারত।

ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রতিবেশীর সঙ্গে আটবারের দেখায় একবারও জিততে পারেনি পাকিস্তান। অতীতের মতো এবারও হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে বাবর আজমরা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে হারের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম বলেন, আমরা ভালো শুরু করেছিলাম। চাপমুক্ত ক্রিকেট খেলার পরিকল্পনা করেছিলাম। পার্টনারশিপ গড়ে এগোতে চেয়েছি। ২ উইকেটে ১৫৫ রান করার পর হঠাৎ ব্যাটিংয়ে ধস নামে। ৩৬ রানের ব্যবধানে পড়ে যায় ৮ উইকেট। যে কারণে আমরা ভালোভাবে শেষ করতে পারিনি।

বাবর আজম আরও বলেন, আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম লক্ষ্য ছিল ২৮০-২৯০ রান করার। কিন্তু শেষ দিকে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। আর রোহিত শর্মা যেভাবে খেলেছে, অসাধারণ ইনিংস। আমরা শুধু উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ১৯১ রানে অলআউট হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে দলীয় তৃতীয় সর্বনিম্ন রানের লজ্জার রেকর্ড গড়ে পাকিস্তান।

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের
'স্কুল কিড' বললেন শেবাগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান লড়াই হলেই দর্শকরা আসনে নড়ে বসেন। দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ম্যাচের উত্তাপ পৌঁছে যায় পুরো ক্রিকেট দুনিয়ায়। সেই উত্তাপ কখনো হয় বেশ উপভোগ্য। আবার কখনো একপেশে লড়াইয়ে ক্রিকেটীয় আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন দর্শকরা। বিশ্বকাপে দুই দলের লড়াই হলে ভারতের পাল্লাই ভারি থাকে। অতীতে কখনো চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে বিশ্বকাপে জিততে পারেনি পাকিস্তান। গতকাল ম্যাচের আগেই আরও একটা একপেশে লড়াইয়ের অনুমাণ নিয়েই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটা দেখতে বসেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের অনেকে অবশ্য অনেক যদি ও কিন্তু দিয়ে ম্যাচটার সমীকরণ জটিল করার চেষ্টা করেছেন। তবে মাঠে খেলতে নেমে ভারত বল হাতে নিয়েই ম্যাচটাকে একতরফা করে দিল।

শুরুতে পাকিস্তানি ব্যাটাররা নাস্তানাবুদ হয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ ও কুলদীপ যাদবদের কাছে। পরে শাহিন আফ্রিদি ও হারিস রউফরাও লড়াই জমিয়ে তুলতে পারেননি। তবে বেশি আলোচনা চলছে পাকিস্তানের ব্যাটিং ধস নিয়ে। এমন ব্যাটিংয়ের জন্য বাবর আজমদের 'স্কুল কিড' বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র শেবাগ।

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান তাদের শেষ আট উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৩৬ রানে। ফলে ভারতের সামনে বাবরদের মাত্র ১৯২ রানের টার্গেট দাঁড়ায়। একপেশে ম্যাচটি ভারত জিতে নিয়েছে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। যা তাদের তুলে দিয়েছে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে।

আহমেদাবাদে স্বদেশের বিপক্ষে পাকিস্তানের চলমান ম্যাচজুড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ সরব ছিলেন শেবাগ। সাবেক এই ভারতীয় হার্ডহিটার ব্যাটার ম্যাচের শেষদিকে একটি টুইটে লিখেন, 'দেখে মনে হচ্ছে বড় ছেলেরা স্কুল কিডসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছে। কি অবনতি পাকিস্তান ক্রিকেটের!'

এর আগে ম্যাচের প্রথম ইনিংস শেষে শেবাগ লিখেছিলেন, 'আমাদের আতিথেয়তা অতুলনীয়, সব পাকিস্তানি ব্যাটারকেই আমরা সুযোগ দিয়েছি। কেউ বাদ যায়নি, সবারই খেয়ার রেখেছি আমরা। তাদের (পাকিস্তান) স্মরণ রাখা উচিৎ এটি সন্ধ্যার স্ন্যাকস-টাইম।'

ম্যাচ শেষে বাবরদের কাঁটা গায়ে চূড়ান্ত 'নুনের চিটা' দিয়েছেন শেবাগ, 'পাকিস্তানি বোলারা শর্মা হয়ে গেছে, আপনি শর্মা (রোহিত) হয়ে গেলেন গরম! কি দারুণ ইনিংস রোহিত শর্মা, সবচেয়ে পরিষ্কার কিছু শট দেখিয়েছ তুমি। এটি পাকিস্তানের অবনতির প্রো-ম্যাক্স। তারা পুরোটাই সম্পন্ন করেছে। ম্যাচের ফলাফলের জন্য কেবল ৭২ ওভারই যথেষ্ট।'

বাবরকে জার্সি উপহার কোহলির,
আকরামের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ লড়াইয়ে পাকিস্তান ভারতের কাছে হারবে, এটা যেন অনেকটাই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এবারের আগেও সাতবার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হেরেছে পাকিস্তান। তবে গতকাল আহমেদাবাদে বাবর আজমদের ব্যাটিংয়ে যে ভয়াবহ ধস নেমেছে, সেটাতে হতাশ অনেকেই।

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের লড়াই দেখতে অপেক্ষায় ছিলেন অনেক ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে পাকিস্তানের এমন হতশ্রী ব্যাটিং খেলায় কোনো উত্তাপ ছড়াতে পারেনি। মাত্র ১৯১ রানে অলআউট হয়ে গেছে পাকিস্তান। শেষ ৩৬ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল বাবর আজমরা। সেই রান তাড়া করে হেসেখেলে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত।

এমন পরাজয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির কাছ থেকে প্রকাশ্যে জার্সি গ্রহণ করাকে মোটেও ভালোভাবে নেননি পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম।

এমন লজ্জাজনক হারের পর কোহলি-বাবরের এমন প্রকাশ্য-সাক্ষাৎ উচিত নয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন আকরাম। তিনি বলেন, মাঠে কোহলির সঙ্গে বাবরের সাক্ষাৎ করাটা ঠিক হয়নি। প্রকাশ্যে দুজনের এভাবে কথা বলার মতো পরিস্থিতি নয় এটা। কোহলি থেকে গোপনে বাবর জার্সি নিতে পারতো।

উল্লেখ্য, ম্যাচ শেষে দু'দলের বেশ কয়েক জন ক্রিকেটারকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। বিরাট প্রথমে শাদাব খান ও তারপর বাবরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাবরের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই নিজের একটি জার্সি নিয়ে আসেন বিরাট। সেটি বাবরের হাতে দেন তিনি। বাবরকেও হাসি মুখে সেই জার্সি নিতে দেখা যায়।

সন্ধ্যায় অনুশীলন করেছেন রোহিতরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন:
স্টেডিয়ামে ঢুকেই উইকেট দেখতে চলে আসেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। দুজনে আসার পর মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কিউরেটর উইকেটের উপর পর্দা সরিয়ে নিয়ে দুজনে বেশ মনোযোগে উইকেট দেখেন। বুঝতে চেষ্টা করেন আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উইকেটের আচরণ কি হবে? অথচ বাংলাদেশে যখন অনুশীলনে আসেন, টাইগার অধিনায়ক উইকেটের সামনে গেলেও উইকেট দেখতে পারেননি। দুই দলের প্রতি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের এ কেমন রকম আচরণ! অবাক করেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যানেজমেন্টকে। দুপুর ২টার থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুশীলন ছিল বাংলাদেশের। কড়া রোদে ব্যাটিং, বোলিং করেন সাকিব, মুশফিক, তানজিদ, লিটন, তাসকিন, হাসান মাহমুদ, মুস্তাফিজ, শরিফুলরা। আর ভারতীয় দল অনুশীলন করে সন্ধ্যায়। গোলাপি জার্সি পরে রোহিতরা প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন একপাশের উইকেটে। সেখানে রোহিত, শুভমান গিল, বিরাট, লোকেশ রাহুলরা একেক জন আধাঘণ্টা করে ব্যাটিং করেছেন। ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিংও করেছেন। এরমধ্যে রোহিত শর্মা ও রবিচন্দ্রন আশ্বিন দুজনেই একই নেটে বোলিং করেছেন। আশ্বিন সিরিয়াসলি বোলিং করলেও রোহিতের বোলিং ছিল হালকা মেজাজে।

জোড়া গোলে ফ্রান্সকে
ইউরোর মূল পর্বে তুললেন এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জোড়া গোল করে ফ্রান্সকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে তুললেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে ২-১ ব্যবধানে জিতে ইউরোর মূল পর্বে উঠেছে ফরাসিরা।

ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বজায় রাখে ফ্রান্স। সপ্তম মিনিটেই এমবাপ্পের গোলে এগিয়েও যায় তারা। এরপর ৫৩তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। জোড়া গোলে জাতীয় দলের জার্সিতে এমবাপ্পের মোট গোলসংখ্য এখন ৪২টি। কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনিকে (৪১) ছাড়িয়ে ফ্রান্সের জার্সিতে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন এমবাপ্পে। তার সামনে আছেন-আতোঁয়া গ্রিজমান (৪৪), থিয়েরি অঁরি (৫১) এবং অলিভিয়ের জিরু (৫৪)।

৮৩তম মিনিটে ডাচদের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছেন হার্টম্যান। কিন্তু এরপর আর নিজেদের রক্ষণে কোনো আক্রমণ শানাতে দেয়নি ফ্রান্স। ফলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে তারা।

৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকে ইউরোর মূল পর্বে উঠেছে ফ্রান্স। অন্যদিকে, ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তায় নেদারল্যান্ডস। ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান গ্রীসের।

অন্যদিকে গ্রুপ 'এফ' থেকে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে বেলজিয়াম। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ২-৩ গোলে জয় পেয়েছে বেলজিয়ানরা। ম্যাচে বেলজিয়ামের হয়ে গোল করেছেন লুকেবাকিয়ো এবং তৃতীয় গোলটি রোমেলু লুকাকুর। তবে এই ম্যাচ হারলেও অস্ট্রেয়িার আশা শেষ হয়ে যায়নি। আগামী সোমবার আজারবাইজানের বিপক্ষে জিতলেই জার্মানিতে যাওয়ার টিকিট কাটবে তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR